দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 08 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

৪৬

সেই সাবেক আমলা শহীদুল এবার নিজেই পিটিয়েছেন বিয়াম শিক্ষকদের

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের সেই ক্ষমতাধর সাবেক আমলা শহীদুল আলম এবার নিজেই পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছেন বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের। তাঁর সঙ্গে বিয়ামের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং শহীদুল আলমের ভাড়া করা বহিরাগত সন্ত্রাসীরাও পিটিয়েছে শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং গবেষণাগার সহযোগীকে। তাঁদের মারধরে এক শিক্ষকের হাত ভেঙ্গে গেছে, একজনের মাথা ফেটেছে। আহত শিক্ষকরা জানিয়েছেন, স্কুলের ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি নিজের এনজিও'র দখলে নেয়ার চেষ্টায় বাধা দেয়ার কারণেই শহীদুল আলম ক্ষিপ্ত হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। মঙ্গলবার বিয়াম ভবনে বিকেল চারটা থেকে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলে শহীদুল আলমের তাণ্ডব। শিক্ষকদের মারপিটের সময় শহীদুল আলম হুমকি দিয়ে বলেছেন, "শহীদুল আলমের এখন ক্ষমতা নেই এটা কেউ ভাবলে ভুল করবে, সেই ভুলটাই ধরিয়ে দিয়ে গেলাম।" এ ঘটনায় শহীদুল আলমকে প্রধান আসামী করে রমনা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আহত শিক্ষক ওয়াজেদ আলী জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এগারোটি মডেল স্কুল একত্রের আওতায় বিয়াম মডেল ও স্কুল কলেজে ল্যাবরেটরির জন্য কিছু যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য আসার কথা ছিল। চার পাঁচ জন শিক্ষক এসব মালামাল গ্রহণ করার জন্য মডেল স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায় বিকেল চারটার দিকে শহীদুল আলম সেখানে আসেন। তিনি এসে তাকে (ওয়াজেদ আলী) জিজ্ঞেস করেন, কেন তাঁরা এখানে অপেক্ষা করছেন। ওয়াজেদ আলী তাকে কারণ জানালে তিনি তাদের চলে যেতে বলেন এবং এসব মালামাল তার নিজের লোকজন এসে নিয়ে যাবে বলে জানান শহীদুল আলম। শিক্ষকরা মালামাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং এখানেই থাকবে জানালে শহীদুল আলম ক্ষিপ্ত হয়ে ওয়াজেদ আলীকে থাপ্পড় মারেন এবং ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেন। এ সময় অন্য শিক্ষকরা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে শহীদুল আলম কক্ষের বাইরে গিয়ে তাঁর অনুগত তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডাক দেন। এরপর শহীদুল আলমের উপস্থিতিতেই তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকেন শিক্ষকদের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শিক্ষকরা দৌড়ে পালাতে চাইলে বের হওয়ার মূল দরজাও বন্ধ করে দেয় কর্মচারীরা। এর পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে একদল বহিরাগত আসে বিয়াম ভবনে। তারাও নির্দয়ভাবে মারতে থাকে শিক্ষকদের। বেদম প্রহারে নূর মোহাম্মদ নামে এক শিক্ষকের হাত ভেঙ্গে যায়। শহীদুল আলমের অনুগত পিএবিএল অপারেটর আরিফ এ সময় গ্রন্থাগারিক আশেক মাহমুদের মাথায় উপর্যুপরি আঘাত করে। এক পর্যায়ে তার কান ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষকরা জানান, তাঁদের মারধরের সময় শহীদুল আলম তাদের চিৎকার করে বলেন, "শহীদুল আলম পদে নেই বলে ক্ষমতা নেই এটা কেউ ভাবলে ভুল করবে, সেই ভুলটাই ধরিয়ে দিয়ে গেলাম।" ঘটনার সময় অধ্যক্ষ সায়মা বানু ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অধ্যক্ষ ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "এভাবে শিক্ষকদের উপর হামলার ঘটনা লজ্জাজনক। আমরা এভাবে কারও কাছে আর জিম্মি হয়ে থাকতে চাই না, এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।" পরে এ ঘটনায় শহীদুল আলমকে প্রধান আসামী করে রমনা থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এ ব্যাপারে বিয়াম ফাউন্ডেশন সূত্র জানায়, ডিজি পদে না থাকলেও শহীদুল আলম এখন পর্যন্ত একক কর্তৃত্বে বিয়াম নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর এক সময়ের পিএস তহির উদ্দিন বিয়ামের ডিজি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তার দাপট আরও বেড়ে গেছে। তিনি এখন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা বিয়াম ভবনে অবস্থান করে সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করছেন। নতুন ডিজিও প্রতিটি কাজেই শহীদুল আলমেরই পরামর্শ নিচ্ছেন।

শহীদুল আলম ডিজি না হয়েও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের নামে বিয়ামের একটি বৃহৎ কক্ষ অফিস হিসেবে দখল করে রেখেছেন, বিয়ামের গাড়ি ব্যবহার করছেন, প্রতিদিনই বিয়ামের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠক করছেন। তিনি বিয়ামের অধীন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি এডুকেশনের অধীনে আনারও চেষ্টা করছেন। এর আগে তিনি ডিজি থাকাকালে বিয়ামের সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি করেন। এতে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে শহীদুল আলম নিজেই স্বাক্ষর করেন যা চরম অনৈতিক। প্রসঙ্গত, গত ১৬ নবেম্বর বিয়ামের ডিজি পদ থেকে শহীদুল আলমের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর শুরু হিসেবে তিনি বহুল আলোচিত হন। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওএমআর ফরম মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার আন্তর্জাতিক টেন্ডার কেলেঙ্কারিসহ নানা দুর্নীতি নিয়ে আলোচিত হন। গত ডিসেম্বর মাসে আলোচিত উত্তরা ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক হিসেবেও তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। সর্বশেষ, তিনি গায়ের জোরে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিয়ামের দখল বজায় রাখতে নিজের হাতে শিক্ষক পেটানোর কেলেঙ্কারির জন্ম দিলেন। এসব ব্যাপারে বিয়ামের বর্তমান ডিজি তহির উদ্দিন এবং শহীদুল আলমের সঙ্গে কথা বলার জন্য বিয়ামে ফোন করলে তারা কেউই এ বিষয়ে কথা বলবেন না বলে মহা পরিচালকের দফতর থেকে জানানো হয়।